The Dhaka University Journal of Linguistics: Vol. 3 No. 6 August 2010
Page 165-188 Published on June 2014 by the Registar, Dhaka University
ISSN-2075-3098

৩৫টি সাম্প্রতিক বাংলা শব্দের অর্থ পরিবর্তনের স্বরূপ: বাগর্থতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

সাবরিন নাহার লুচি
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract

Bangla word meaning change in recent times has been uncovered in a new direction. Social, political and economic context of Bangladesh are the main reasons for the change. Besides general people and the media have a special role in the use of the words in a different Context. This paper explains the reasons for the change in bangla word meanings. The literal meaning of the words, new meaning and their use of the fields have been identified here.

চাবিশব্দ: অর্থবিজ্ঞান, অর্থপরিবর্তন, অর্থের সাধারণীকরণ, অর্থ পরিবর্তনের স্বরূপ

বাগর্থবিজ্ঞান (Semantics) ভাষাবিজ্ঞানের সবচেয়ে আধুনিক ও কনিষ্ঠতম শাখা হিসেবে আলোচিত হয়। ১৮৯৩ সালে মিশেল ব্রেয়াল ফরাশি ভাষায় 'শব্দের অর্থবদল' বোঝাতে প্রথম 'Semantique' শব্দটি ব্যবহার করেন (উদ্ধৃত হুমায়ুন আজাদ, ১৯৯৯: ১৪)। পরবর্তী সময়ে 'Semantics' কেবল শব্দের অর্থপরিবর্তন কিংবা 'ঐতিহাসিক অর্থতত্ত্ব' ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বর্তমানে 'অর্থবিজ্ঞান' একটি পূর্ণাঙ্গ শৃঙ্খলায় পরিণত হয়েছে, যেখানে শব্দার্থ বা শব্দের অর্থ পরিবর্তন আলোচনা বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে।

ভাষা মাত্রই গতিশীল; আর শব্দের অর্থ পরিবর্তন সে গতিশীলতারই স্বরূপ। এ প্রসঙ্গে ফার্দিনান্দ দ্য সোসুর বলেন, "ভাষা পরিবর্তন একটি চলমান প্রক্রিয়া বিশেষ। ভাষার পরিবর্তন হতেই থাকে। ভাষার যে পরিবর্তন তা যেমন ঐতিহাসিক কাল ধরে দেখা যায়, তেমনি একটি কালে বা সময়েও তা ধরা যেতে পারে (উদ্ধৃত নাথ, ১৯৯৯:১৭৮)। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানীরা বাগর্থবিজ্ঞান বা শব্দার্থতত্ত্বকে ভাষাবিজ্ঞান বহির্ভূত মনে করলেও আব্রাহাম নোয়াম চমস্কির রূপান্তরমূলক-সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের মাধ্যমে শব্দার্থকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। আর এ প্রসঙ্গে ভাষাবিজ্ঞানী রামেশ্বর শ' (১৯৯৮:৫২৪) বলেন, "আমাদের মনে হয় শব্দার্থই হল ভাষার প্রাণ; এই ভাব বা অর্থকে বাদ দিলে ভাষার কোনো উপযোগিতাই থাকে না।" কাল পরিক্রমায় শব্দের অর্থ পরিবর্তন ঘটে বিচিত্র কারণে। তবে ভাষার ধ্বনি পরিবর্তন অনেকটা নিয়মবদ্ধ হলেও শব্দের অর্থ পরিবর্তনকে কোনো সুনির্দিষ্ট সূত্র বা নিয়ম দ্বারা আবদ্ধ করা যায় না। কারণ শব্দের অর্থ বা ভাব মানুষের মানসিক ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। আর মানবমনের বিবিধ ও বিচিত্র চিন্তাধারার প্রকাশের কারণে শব্দের অর্থ পরিবর্তন-ধারণাটি এতটা বৈচিত্র্যময়। ভাষাবিজ্ঞানী আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ (২০০২:৪৬৩) রূপমূলের অর্থগত দিক সম্পর্কে বলেন, " মানুষই নির্ধারণ করে যে রূপমূলের সাহায্যে বক্তব্য কিভাবে প্রকাশিত হবে, রূপমূল নয়। তিনি আরও বলেন, রূপমূল অর্থ প্রকাশ করে না, মানুষ অর্থ প্রকাশ করে।" সাম্প্রাতিক সময়ে বাংলা ভাষার শব্দের অর্থ পরিবর্তনের একটা স্রোত লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আর এ ধরনের পরিবর্তনে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমের একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এক কথায় এ পরিবর্তনের মূল কারণগুলো হলো- স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন। এছাড়া ভাষাগত সমৃদ্ধি সাধনের প্রয়োজনেও অনেক ক্ষেত্রে শব্দের অর্থ পরিবর্তন এবং শব্দ আত্মীকরণ প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি হয়। এই বর্ণনামূলক প্রবন্ধে বাগর্থতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ৩৫টি বাংলা শব্দের অর্থ পরিবর্তনের স্বরূপ উন্মোচন করা হয়েছে।

১. শব্দের অর্থ পরিবর্তনের কারণসমূহ

শব্দের অর্থ পরিবর্তনের সব কারণ সুনির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করা কঠিন। তবে অনেক ভাষাতাত্ত্বিকই অর্থ পরিবর্তনের নানা কারণ ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন। ভাষাবিজ্ঞানী আঁতোন মেইয়ে এবং হ্যাঞ্জ স্পেরবারের নাম এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। মেইয়ের (১৯০৫-১৯০৬) তত্ত্বানুসারে শব্দের অর্থ পরিবর্তনের তিনটি কারণ-ক) ভাষাতাত্ত্বিক কারণ, খ) ঐতিহাসিক কারণ, গ) সামাজিক স্ত রবিন্যাস। অন্যদিকে, স্পেরবার তত্ত্ব অনুসারে অর্থ পরিবর্তনের মূল কারণ হল আবেগ। অর্থাৎ তিনি মনোবিশ্লেষণাত্মক তাত্ত্বিক কাঠামোকে গুরুত্ব

দিয়েছেন (উদ্ধৃত হক, ২০০২:১৯৯)। তবে একারণগুলো ছাড়াও রয়েছে ভৌগোলিক, বস্তুগত, অলঙ্কার ও উপমা-উৎপ্রেক্ষাদি, ভাষায় সৌজন্য প্রকাশ প্রভৃতি কারণ। সামগ্রিকভাবে অর্থ পরিবর্তনের কারণসমূহকে নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

ক) ঐতিহাসিক কারণ

শব্দের অর্থ পরিবর্তনের মধ্যে ভাষাগোষ্ঠীর অতীত ইতিহাস এবং তাদের চিন্তা -ধারার প্রকাশ ঘটে। অন্যভাবে বলা যায় সভ্যতা , সংস্কৃতি এবং জীবনধারায় পরিবর্তনের ফলে ঘটে এমন পরিবর্তন। যেমন: 'কলম' শব্দের মূল অর্থ 'শর', 'খাগ'; শরের বা খাগের লেখনীর নাম হল 'কলম'। ইংরেজি পেন (pen) শব্দের অর্থও 'কলম', তবে তা যে কোনো বস্তুনির্মিত বা যে কোনো ধরনের হোক না কেন। কিন্তু পূর্বে এই শব্দের লাতিন রূপ `penna' যার অর্থ ছিল 'পালক'। ইউরোপে পালকের কলম প্রচলিত ছিল বলে 'pen' শব্দের অর্থ হল 'পালকের কলম'। বাংলায় সেখানে বলা হত 'পেন কলম' (সুকুমার সেন, ১৯৭৫:৬১)। তবে বর্তমানে কলমের রূপ বদলে গেছে, কিন্তু অর্থ পরিবর্তন হয়ে pen শব্দটি রয়ে গেছে।

খ) সামাজিক কারণ

সামাজিক অবস্থান পরিবর্তন শব্দার্থ পরিবর্তনের একটি অন্যতম কারণ। ভাষাবিজ্ঞানী P, Lehman (1992:255) এ সম্পর্কে বলেন, "Semantic change may be intimately related to chage in other social structurers," উদাহরণস্বরূপ, বিবাহ অনুষ্ঠানে প্রধান ব্যক্তিকে 'বরণ' করার ব্যাপার থেকে সেই ব্যক্তি হল 'বর'। আবার অর্থ পরিবর্তনের ফলে 'বর' হয়ে গেল 'পাত্র'। অন্যদিকে, ইংরেজি 'arrive' শব্দটি প্রথমত সমুদ্র বা নদীর তীরে পৌছানো অর্থে ব্যবহৃত হত। কিন্তু পরবর্তীতে অর্থ পরিবর্তিত হয়ে 'যে কোনো স্থানে পৌছানো'-অর্থে এটি ব্যবহৃত হয়।

গ) বস্তুগত কারণ

বস্তুগত পারিপার্শ্বিক অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেও শব্দের অর্থ পরিবর্তন ঘটে (মহাম্মদ দানীউল হক, ২০০২:২০১)। উদাহরণস্বরূপ, 'গ্রন্থ' শব্দের অর্থ হলো একসাথে গৃহীত কতকগুলো তালপাতা। আগে তালপাতায় লেখা হলেও

এখন তা হয় না। আধুনিক উপকরণ-'কাগজ' দখল করেছে তালপাতার স্থান। আর এ কারণে- গ্রন্থ শব্দের অর্থ 'বই' হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। আরও বলা যায়, পূর্বে 'কালি' (Ink) বলতে 'কালো' (Black) উপকরণে গঠিত কালো তরল পদার্থকে বোঝাত। পরে 'লাল', 'সবুজ' প্রভৃতি রঙের উপকরণে গঠিত পদার্থকেও বোঝাতে থাকে। ফলে দেখা যাচ্ছে, অর্থ পরিবর্তিত হয়ে 'কালো' এখন বিশেষ রঙ নির্দেশ করতেই ব্যবহৃত হয়।

ঘ) সাদৃশ্যগত কারণ

সাদৃশ্যের প্রভাবে শব্দের অর্থ পরিবর্তন হতে পারে, যেমনঃ যে শস্য থেকে তিল তেল তৈরি হয়, সেই শস্যের কালো রঙের সাথে মানুষের শরীরের চামড়ায় ছোট কালো রঙের দাগের আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে, তাই ওই দাগটিকেও 'তিল' বলা হয়। এর ফলে 'তিল' কথাটির মূল অর্থের পরিবর্তন ঘটেছে। 'তিল' শব্দটির একাধারে 'শস্য' এবং 'বিশেষ কালো দাগ' দুটোকেই নির্দেশ করছে।

ঙ) আলঙ্কারিক প্রয়োগ

অভিব্যক্তি প্রকাশের নিমিত্তে ভাষাভাষী প্রায়শই অলঙ্কার ও উপমায় প্রয়োগ করে। বক্তা যেহেতু তার বক্তব্যকে আরও সুস্পষ্ট করে উপস্থাপন করতে চায় সেজন্য অলংকার ও উপমার সাহায্যে সে তুলনার আশ্রয় নেয়। এর ফলে শব্দের অর্থ পরিবর্তন ঘটে, যেমনঃ 'পেট' এর মূল অর্থ ছিল 'থলে' বা 'ঝুড়ি', পরে এর অর্থ হয়েছে 'উদর'।

২. অর্থ পরিবর্তন প্রক্রিয়া

ভাষার অর্থ পরিবর্তনের দিকটি মূলত কালানুক্রমিক ভাষাবিজ্ঞানীদের দ্বারা প্রকাশিত হলেও বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানীরা এতে অবদান রাখতে পারেন। তবে তারা সামগ্রিকভাবে অর্থ পরিবর্তনের স্বরূপকে তুলে আনতে না পারলেও অর্থপরিবর্তনের প্রধান প্রধান ধরন নির্দেশ করেন। এ প্রক্রিয়া বা প্রবণতা অনেকটা সার্বজনীন। কারণ এগুলোকে কম-বেশি সব ভাষাতেই লক্ষ করা যায়। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করা হল।

ক) আর্থ ঋণকরণ বা কৃতঋণ শব্দের অর্থ পরিবর্তন

এক ভাষা থেকে অন্যভাষায় শব্দ ঋণ বা ধার করা খুব স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। তবে এসব ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় অর্থের পরিবর্তন ঘটে থাকে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মূল ভাষার কোনো শব্দ যে অর্থ বহন করে ঋণী ভাষায় বা অন্যভাষায় সে অর্থ থাকে না (দানীউল হক, ২০০২: ২০২)। যেমন: ফারসি 'শির' শব্দের মূল অর্থ 'সিংহ'। কিন্তু ভারতীয় ভাষাগুলোতে শির থেকে জাত 'শের' শব্দের অর্থ 'বাঘ'।

খ) সমধর্মী ভাষার শব্দার্থ পরিবর্তন

ভিন্ন দুটি ভাষার কোনো একটি শব্দের ধ্বনিতাত্ত্বিক সাদৃশ্য থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা অর্থতাত্ত্বিক দিক থেকে বিভিন্ন অর্থ ধারণ করে। উদাহরণস্বরূপ, সংস্কৃত 'ধুম' শব্দ এবং গ্রিক 'থুমস' একই শব্দজাত। কিন্তু গ্রিক শব্দটির অর্থ 'আত্মা' বা 'প্রাণ'। তেমনি সংস্কৃত 'আত্মা' আর গ্রিক 'আত্মস' (Atous) মূলত এক হলেও গ্রিক শব্দটির অর্থ 'ধোয়া'। আবার, বাংলা ভাষায় 'আদর' শব্দের অর্থ স্নেহ-প্রীতি। কিন্তু গুজরাটি 'আদর' শব্দের অর্থ 'শ্রদ্ধা' বা 'সম্মান'।

গ) পারিপার্শ্বিক অবস্থায় শব্দের অর্থ পরিবর্তন

বিভিন্ন ভাষায় ব্যবহৃত একই মূলজাত শব্দের যেমন অর্থ পরিবর্তন হয় তেমনিভাবে একটি ভাষায় একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে, যেমন: ইংরেজি ভাষায় 'Bar' শব্দটির অর্থ বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন হয়ে থাকে। প্রথমত এর অর্থ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে 'কাঠগড়া', আইনজীবীর কাছে তার পেশার একটি বিশেষ স্বীকৃতি (Barrister at law > Bar at Law), লন্ডনে মেয়রের কাছে এর সাধারণ অর্থ temple bar এবং মদ্যপের কাছে শব্দটির অর্থ 'শুড়িখানা'। বিলেতের পার্লামেন্টের সদস্যদের কাছে শব্দটির অর্থ 'House of commons। আবার নাবিকের কাছে Bar-এর অর্থ 'পোতাশ্রয় সংকেত সূচক'। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে 'bar' এর অর্থ 'বাধা' (দানীউল হক, ২০০২: ২০৩)। এছাড়া বাংলা ভাষায় 'কলম' শব্দের সাধারণ অর্থ 'লেখার মাধ্যম'। কিন্তু বাগানে 'কলম' অর্থ এক ধরনের গাছের চারা।

এছাড়া ঐতিহাসিক অর্থবিজ্ঞানীরা অর্থের প্রসারণ, সংকোচন, আলঙ্কারিক প্রয়োগ, উন্নতি, অবনিত প্রভৃতি নানা রীতির অর্থবদলের পরিচয় দিয়ে থাকেন (হুমায়ুন আজাদ, ১৯৯৯:১৫)। এগুলোকে একত্রে যৌক্তিক-আলঙ্কারিক ধারা বা শব্দার্থঘটিত পরিবর্তন হিসেবেও আলোচনা করা হয়।

ঘ) যৌক্তিক-আলঙ্কারিক ধারা বা শব্দার্থঘটিত পরিবর্তন

(১) অর্থ বিস্তৃতি বা প্রসারণ

সাধারণভাবে বলা যায়, কোন একটি শব্দ প্রথমে কোন সংকীর্ণ বিষয়কে নির্দেশ করতো এবং পরবর্তীতে সেই একই শব্দ বিস্তৃত বা ব্যাপক কোন বিষয়কে নির্দেশ করছে। অর্থাৎ এখানে অর্থের প্রসারণ বা বিস্তৃতি ঘটেছে। Jeffrey Henning (1995) অর্থ প্রসারণকে সাধারণীকরণ (generalization) হিসেবে আখ্যা দেন। তিনি বলেন, "Generalization is the use of word in a borader realm of meaning than it originally possessed, often referring to all items in a class rather than one specific item". যেমন 'place' শব্দটি ল্যাটিন 'platea' থেকে এসেছে, যার অর্থ 'broad street'। কিন্তু পরবর্তীতে এর অর্থ হয় 'a particular city,' 'a business office' ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। আবার, পূর্বে সংস্কৃত ভাষায় 'বর্ষ' শব্দের অর্থ ছিল 'বর্ষাকাল' অর্থাৎ বছরের একটি অংশকে নির্দেশ করেছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে অর্থ প্রসারিত হয়ে এটি পুরো বছরকে নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হচ্ছে। আবার, 'শ্বাপদ' এর মূল অর্থ ছিল 'কুকুরের পা'। কিন্তু এর অর্থ সম্প্রসারিত হয়ে এখন ব্যবহৃত হচ্ছে কুকুরের মত পদবিশিষ্ট যে কোনো হিংস্র জন্তুবিশেষ নির্দেশে। ইংরেজি ভাষায় 'holiday' শব্দটির প্রকৃত অর্থ পবিত্র (holy) দিন (day); অর্থাৎ যে পবিত্র দিনটি ধর্মীয় দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, তাই এ দিনে সবাই ধর্মীয় কাজ করার জন্য অন্যান্য নিত্য কাজকর্ম থেকে বিরত থাকে বা বন্ধ রাখে। অর্থাৎ অনেকটা বন্ধের দিন পালন করে। আর সেই থেকে বন্ধের দিন মানেই 'holyday'। অর্থাৎ এখানেও অর্থের বিস্তার ঘটল।

(২) অর্থ সংকোচন

ব্যাপক তাৎপর্যশীল বা বিস্তৃত অর্থ প্রকাশক কোনো শব্দ যখন সংকীর্ণ অর্থ প্রকাশ করে তখন সেটিকে অর্থ সংকোচন হিসেবে আখ্যা দেয়া যায়। যেমন: সংস্কৃতে 'প্রদীপ' শব্দের অর্থ ছিল 'সব রকমের আলো'। কিন্তু পরবর্তীতে বাংলা ভাষায় এ শব্দের অর্থ কোনো একটি বিশেষ রকমের আলো যা পিতল বা মাটির তৈরি এবং যা তেল ও সলতে সংযোগে আলো দান করে। অর্থাৎ এখানে 'প্রদীপ' শব্দের অর্থ সংকোচন ঘটেছে। আবার, 'মৃগ' শব্দের অর্থ ছিল 'পশু', অর্থ সংকুচিত হয়ে হল 'হরিণ'। এ কারণে 'মৃগয়া' পূর্বে হরিণ শিকার হলেও এখন 'পশু শিকার' অর্থে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া সংস্কৃতে 'অন্ন' শব্দের অর্থ খাদ্য। বাংলায় যেখানে অর্থ সংকোচন ঘটে হয়েছে 'ভাত'।

(৩) অর্থসংক্রম/অর্থ সংশ্লেষণ

অর্থ সংক্রম সম্পর্কে ভাষাবিজ্ঞানী সুকুমার সেন বলেন (১৯৩২: ৬৪), 'অর্থের ক্রমান্বিত প্রসার ও সংকোচের ফলে অনেক সময় এমন অবস্থা হয় যে, মধ্যবর্তী অর্থের লোপ হইয়া শব্দটির যে অর্থ দাঁড়ায় তাহার সহিত মৌলিক অর্থের যোগ দুর্লক্ষ্য হইয়া পড়ে। এইভাবে অর্থসংক্রম ঘটিয়ে থাকে।" অন্যভাবে বলা যায়, শব্দের অর্থ পরিবর্তন কতকগুলো পর্যায়ে ঘটে থাকে। অনেকক্ষেত্রে অর্থ পরিবর্তনের এই ধারা এমন একটা ধাপে গিয়ে পৌঁছায় যেখানে শব্দের মূল বা মৌলিক অর্থের সাথে সবশেষ অর্থের কোনো সাদৃশ্য থাকে না। আর এ ধরনের পরিবর্তনকেই অর্থ সংশ্লেষণ বলা হয়। যেমন: 'পাত্র' শব্দটির সংস্কৃতে অর্থ ছিল 'পান করার আধার।' এ থেকে অর্থবিস্তার হয়ে শব্দটির অর্থ হল 'যে কোন রকমের আধার'। এরপর 'পাত্র' শব্দটির অর্থ সংকুচিত হয়ে অর্থ হয় 'কন্যা দান করার আধার'। আর বর্তমানে এর আরও সংকীর্ণ অর্থ হল 'বর'। আবার, 'পাষণ্ড' শব্দের মূল অর্থ ছিল 'ধর্মসম্প্রদায়', পরবর্তী পর্যায়ে হল 'বিরুদ্ধ ধর্মসম্প্রদায়'। তারপর হলো 'বিরুদ্ধ ধর্মের উপাসক'। আর সবশেষে এসে 'পাষণ্ড' শব্দের অর্থ দাঁড়াল 'ধর্মজ্ঞানহীন', অত্যাচারী।

ঙ) দ্যোতিত বদল

অনেক ধরনের শব্দ রয়েছে যা শুরু থেকে অদ্যাবধি তার দ্যোতক বা ধ্বনিগঠন একই রকম রয়েছে; তবে সভ্যতা এবং সংস্কৃতির বিবর্তনের ফলে দ্যোতিতের অর্থাৎ ভাবের আকৃতিগত কিংবা ধারণাগত কিছু পরিবর্তন হলেও আনকোরা কোনো শব্দ দিয়ে ওই ধারণাটিকে প্রকাশ করা হয়নি। পূর্বের শব্দটিই রয়ে গেছে, কিন্তু তার নির্দেশিত বস্তু বা ভাবের কিছুটা ধারণাগত পরিবর্তন ঘটেছে। এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় দ্যোতিত বদল। বাংলা ভাষায় 'পুস্ত ক' কিংবা 'গ্রন্থ' শব্দটির রূপ মুদ্রণযন্ত্র কিংবা কম্পিউটার আবিষ্কারের ফলে অনেকখানি পরিবর্তিত হয়েছে।

চ) অর্থের উন্নতি

শব্দের অর্থ পরিবর্তন কেবল প্রসারণ কিংবা সংকোচন ধারণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। অর্থ পরিবর্তন ঘটে অন্যভাবেও, অনেক সময় কোনো ভাল অর্থ নির্দেশক শব্দ খারাপ বা মন্দ অর্থে স্থানান্তর হতে পারে। আবার, মন্দার্থক শব্দ ভালো অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। আর এ ধরনের অর্থ পরিবর্তনে সমাজই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এ সম্পর্কে ভাষাবিজ্ঞানী হুমায়ুন আজাদ মনে করেন (১৯৮৮:১৪৭), "সামাজিক মানদণ্ডে হীনার্থক কোনো শব্দ যখন উচ্চার্থক হয়ে ওঠে, তখন তাকে বলা হয় অর্থ উন্নতি।" যেমন: বাংলা ভাষায় 'সাহস' শব্দের প্রথম দিকে নির্দেশ করতো 'চুরি', 'ডাকাতি' অর্থাৎ মন্দ অর্থে ব্যবহৃত হত। কিন্তু বর্তমানে এ শব্দটি খুবই সদর্থক। এটি নির্দেশ করে 'নির্ভীকতা', 'বিপজ্জনক কাজে উদ্যম'। আবার, 'মন্দির' নির্দেশিত হত 'গৃহ' অর্থে, যা পরবর্তীতে 'দেবালয়' অর্থে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। এছাড়া অপরূপ শব্দটি নির্দেশ করতো 'শ্রীহীনতা', এখন এটি নির্দেশ করে 'অনির্বচনীয় সৌন্দর্য'।

ছ) অর্থের অবনতি

অর্থ উন্নতির ঠিক বিপরীত চিত্র লক্ষ করা যায় অর্থ অবনতির ক্ষেত্রে। এ ক্ষেত্রে সমাজের একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। সাধারণত যে সমস্ত শব্দ ভালো বা সদর্থক অর্থ জ্ঞাপন করতো, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেগুলোর অর্থ মন্দার্থক হয়ে ওঠে বা অর্থ অবনতির প্রবণতা দেখা যায়। আর এক্ষেত্রে মূলত নৈতিক ধারণাজ্ঞাপক শব্দের অর্থ পতনের দিকে বেশি ঝোঁক থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ইংরেজিতে 'pirate' শব্দের মূল অর্থ ছিল 'সাহসী' বা 'দুঃসাহসী', পরে হয়

জলদস্যু, বাংলা ভাষায় 'গ্রাম্য' শব্দের অর্থ ছিল 'গ্রামবাসী', যার অর্থ এখন 'অসংস্কৃত', 'অমার্জিত' ইত্যাদি। আবার, 'দ্বন্দ্ব' শব্দের অর্থ ছিল 'মিলন', বর্তমানে যা 'বিরোধ' অর্থে ব্যবহৃত হয়। সাম্প্রতিক সময়েও বাংলা ভাষায় এ ধরনের অর্থ পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। আগে 'রাজনীতিবিদ' শব্দের মূল অর্থ ছিল 'রাজনীতি বিশেষজ্ঞ', কিন্তু পরবর্তী সময়ে অর্থ অবনতির মাধ্যমে দাঁড়ায় পেশাদার রাজনীতিবিদ এবং সবশেষে শব্দের অর্থ আরও মন্দার্থক হয়ে 'খল', 'অসৎ', 'নীতিহীন ব্যক্তি' ইত্যাদি অর্থে পরিণত হয়।

জ) **সুভাষণ ও ট্যাবু**

ভাষায় প্রায়শই সুভাষণ ও ট্যাবুর ব্যবহার দেখা যায়। কদর্থক (অশোভন, অশুভ, অমার্জিত প্রভৃতি) শব্দের বদলে সদর্থক শব্দ ব্যবহারকে বলা হয় সুভাষণ (হুমায়ুন আজাদ, ১৯৮৮: ১৪৯)। ভাষায় অনেক শব্দই রয়েছে যা সব পরিবেশে ব্যবহার করা যায় না। আবার কিছু শব্দ অশুভ, অকল্যাণ কিছু জ্ঞাপন করে মানুষ সে সব শব্দ উচ্চারণ করতে কিংবা প্রকাশ করতে চায় না। আর এসব ক্ষেত্রেই চলে আসে সুভাষণ ধারণাটি। অন্যান্য ভাষার মতই বাংলা ভাষাতেও এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। সাম্প্রতিক সময়ে যেমন- 'অনুন্নত'-কে প্রশংসা করে বলা হয় উন্নয়নশীল। আবার দরিদ্র জনগণকে বলা হয় 'শক্তির উৎস'। এছাড়া 'জেলে'কে বলা হয় 'মৎস্যজীবী', চাষীকে কৃষিজীবী, পতিতাকে যৌনকর্মী ইত্যাদি।

৩. সাম্প্রতিক সময়ে বাংলা শব্দের অর্থ পরিবর্তনের স্বরূপ

বর্তমানে বাংলা শব্দভাণ্ডারে নতুন শব্দের অন্তর্ভুক্তির পাশাপাশি শব্দের অর্থ পরিবর্তন প্রায় লক্ষ করা যাচ্ছে। আর এ অর্থ পরিবর্তনে উপরে উল্লিখিত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিষয়ের তাত্ত্বিক বিবেচনার পাশাপাশি গণমাধ্যমেরও একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। শব্দের অর্থ পরিবর্তন যেহেতু ভাষার একটি চলমান প্রক্রিয়া সেহেতু এ প্রক্রিয়া বাংলা ভাষার জন্য ইতিবাচকই বটে। নিচে সাম্প্রতিক সময়ে যে সব শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হয়ে নতুন অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে কিংবা দুটো অর্থই সমান্তরালভাবে গৃহীত হচ্ছে সে ধরনের কিছু শব্দের পূর্বের কিংবা আভিধানিক অর্থ এবং বর্তমানে যে অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হল। শব্দের অর্থ উল্লেখের পাশাপাশি অর্থ পরিবর্তন কী কারণে ঘটেছে বা কী প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়েছে এবং কোন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে সে সম্পর্কেও একটা ধারণা দেয়া হল।

(১) **সমালোচক**

আভিধানিক অর্থ — দোষগুণ সম্যক আলোচনাকারী; যিনি ত্রুটি প্রদর্শন করেন।

বর্তমান অর্থ — নিন্দুক

অর্থ পরিবর্তন প্রক্রিয়া — সদর্থক শব্দটি মন্দার্থক হয়ে ওঠার কারণে এখানে 'অর্থ অবনতি' ঘটেছে।

ব্যবহারের ক্ষেত্র — রাজনৈতিক বিষয়াবলি।

(২) **রাজনীতিবিদ**

আভিধানিক অর্থ — রাজনীতি বিশেষজ্ঞ

বর্তমান অর্থ — পেশাদার রাজনীতিক/অসৎ নীতিহীন ব্যক্তি।

অ.প. প্রক্রিয়া — এক্ষেত্রেও 'অর্থ অবনতি' ঘটেছে।

ব্যবহারের ক্ষেত্র — রাজনৈতিক বিষয়াবলি।

(৩) **মানববন্ধন**

মূল অর্থ — মানুষের সাথে মানুষের বন্ধুত্ব বা বন্ধন

বর্তমান অর্থ — যখন অনেক মানুষ কোন বিষয়ে ঐকমত্য প্রকাশ করতে সমবেত হয়।

অ.প. প্রক্রিয়া — এখানে অর্থের ব্যাপকতা থেকে সংকোচিত হওয়ার কারণে 'অর্থ সংকোচন' ঘটেছে।

ব্যবহারের ক্ষেত্র — সামাজিক বা রাজনৈতিক পরিবেশ।

(৪) **ফুলঝুরি**

আভিধানিক অর্থ — আতশবাজি।

বর্তমান অর্থ — বক্তব্যের অতিশায়ন/ অতিরিক্ততা বা মূল্যহীন কথা ইত্যাদি।

অ.প. প্রক্রিয়া/করণ — অর্থ সংক্রমণ ঘটেছে।

ব্যবহারের ক্ষেত্র — সংবাদপত্রে বা বিশেষ আলোচনায়।

(৫) মন্দা

আভিধানিক অর্থ — অবনতি; হ্রাস/পণ্যদ্রব্যের মূল্য বা ক্রয়-বিক্রয় হ্রাস,
পণ্যদ্রব্যের চাহিদা কম।

বর্তমানে ব্যবহৃত অর্থ — পূর্বের অর্থের আরও ব্যাপকতা বেড়েছে। এটা এখন
আন্তর্জাতিকভাবে অনেক বেশি ব্যবহৃত শব্দ।

অ.প. প্রক্রিয়া/করণ — অর্থ সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্থ পরিবর্তন ঘটেছে।

ব্যবহারের ক্ষেত্র — অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে।

(৬) গুপ্তহত্যা

আভিধানিক অর্থ — গোপনে বা সবার অগোচরে যে কোন ধরনের হত্যা।

বর্তমান অর্থ — বিচার বর্হিভূত হত্যা হিসেবে আখ্যা দেয়া হচ্ছে।

অ.প. প্রক্রিয়া/করণ — অর্থের সংকোচন ঘটেছে।

ব্যবহারের ক্ষেত্র — রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক।

(৭) দেউলিয়া

আভিধানিক অর্থ — নিজের ঘর হারিয়ে যে দেবালয়ে আশ্রয় নিয়েছে;
ঋণ পরিশোধের সামর্থ্যশূন্য বা নিঃস্ব।

বর্তমান অর্থ — একটি দেশের অর্থনীতি চরম/ভয়ংকর খারাপ অবস্থা
নির্দেশ করে।

অ.প. প্রক্রিয়া — অর্থ সম্প্রসারিত হয়েছে।

ব্যবহারের ক্ষেত্র — সংবাদ মাধ্যম।

(৮) **ব্যঙ্গচিত্র**

আভিধানিক অর্থ — উপহাস বা বিদ্রুপপূর্ণ চিত্র।

বর্তমান অর্থ — চিত্রে উপহাসের মাধ্যমে গভীরতর সত্য উন্মোচন করা।

যেমন: সাম্প্রতিক কোনো রাজনৈতিক বিষয় বা কারো কাজকেও নির্দেশ করে।

অ.প. প্রক্রিয়া — আলঙ্কারিক প্রয়োগের মাধ্যমে অর্থের প্রসার ঘটেছে।

ব্যবহারের ক্ষেত্র — সংবাদ মাধ্যম।

(৯) **বিকল্পধারা**

সাধারণ অর্থ/মূল অর্থ — পরিবর্তিত বা বিপরীত ধারা।

পরিবর্তিত অর্থ — একটি রাজনৈতিক দলের নাম।

প্রক্রিয়া — অর্থ সংকোচনের মাধ্যমে এর অর্থ পরিবর্তিত হয়েছে।

ব্যবহারের ক্ষেত্র — রাজনৈতিক সংস্কৃতি।

(১০) **জলদস্যু**

সাধারণ বা মূল অর্থ — নদী পথে (নৌকা, ট্রলার, লঞ্চ, জাহাজ) যারা ডাকাতি করে।

নদীপথে যাত্রীদের আক্রান্তকারী ডাকাত।

পরিবর্তিত অর্থ — আন্তর্জাতিক কোন নদীপথে জাহাজের নাবিকদের জিম্মি করে মুক্তিপণ আদায়।

অ.প. প্রক্রিয়া — অর্থ সম্প্রসারণ ঘটেছে।

ব্যবহারের ক্ষেত্র — সংবাদপত্র।

(১১) **শৈত্যপ্রবাহ**

সাধারণ অর্থ — শীতল আবহাওয়া বিরাজ করা।

পরিবর্তিত অর্থ — ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ফেব্রুয়ারির শুরু এ সময়ের

মাঝখানে তিন থেকে চারদিনের জন্য ঠাণ্ডা বাতাস এবং কুয়াশাসহ যখন প্রচণ্ড শীত পড়ার সময়টিকে নির্দেশ করতে শৈত্যপ্রবাহ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

অ.প. প্রক্রিয়া — অর্থের সংকোচন ঘটেছে।

ব্যবহারের ক্ষেত্র — আবহাওয়া ও জলবায়ু সংক্রান্ত।

(১২) সংলাপ

আভিধানিক অর্থ — আলাপ; কথোপকথন। নাটকের চরিত্রসমূহের পরস্পরের

সঙ্গে কথাবার্তা।

পরিবর্তিত অর্থ — দেশের আর্থ-সামাজিক বিশেষ করে রাজনৈতিক সমস্যার

সমাধানের লক্ষ্যে দুই দলনেতার মধ্যেকার কথোপকথন।

অ.প. প্রক্রিয়া — অর্থ সংকোচন ঘটেছে।

ব্যবহারের ক্ষেত্র — রাজনৈতিক ক্ষেত্র।

(১৩) ঘূর্ণিমঞ্চ

শাব্দিক অর্থ — ঘূর্ণায়মান মঞ্চ বা স্বয়ংক্রিয় মঞ্চ।

পরিবর্তিত অর্থ — বিপদগ্রস্ত অবস্থা বা হঠাৎ করে ভীষণ বিপদজনক পরিস্থিতি।

প্রক্রিয়া — অর্থ সংক্রমণ ঘটেছে। অর্থাৎ প্রথম অর্থের সাথে পরিবর্তিত

অর্থের কোনো মিল নেই।

ব্যবহারের ক্ষেত্র — সংবাদপত্র।

(১৪) জনপ্রতিনিধি

শাব্দিক অর্থ — জনগণের মুখপাত্র
পরিবর্তিত অর্থ — নির্বাচিত সংসদ সদস্য, মেয়র, কাউন্সিলর, চেয়ারম্যান,
মেম্বার প্রমুখ। অনেক ক্ষেত্রে কেবল রাজনীতিবিদ অর্থেও ব্যবহৃত হয়।
প্রক্রিয়া — শব্দের অর্থ সংকোচন ঘটেছে।
ব্যবহারের ক্ষেত্র — রাজনৈতিক।

(১৫) বৈশ্বিক

শাব্দিক বা আভিধানিক অর্থ — বিশ্ব সম্পর্কিত বা বিশ্ব কেন্দ্রিক।
পরিবর্তিত অর্থ — নিজ দেশের বাইরে নির্দেশে।
প্রক্রিয়া — অর্থের সংকোচন ঘটেছে।
ব্যবহারের ক্ষেত্র — জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল।

(১৬) গণমাধ্যম

শাব্দিক অর্থ — জনগণের মাধ্যম।
পরিবর্তিত অর্থ — সংসাবদপত্র, টেলিভিশন, বেতার প্রভৃতি মাধ্যমগুলোকে
একত্রে গণমাধ্যম বলা হয় তবে এক্ষেত্রে গভীরভাবে দেখলে পূর্বে অর্থেরই প্রতিফলন ঘটে। কারণ এসব মাধ্যম কিছু ক্ষেত্রে জনগণের জন্য কল্যাণকর মাধ্যমই বটে।
অ.প. প্রক্রিয়া — অর্থের সংকোচন ঘটেছে।
ব্যবহারের ক্ষেত্র — সংবাদপত্র।

(১৭) সৎ

আভিধানিক অর্থ — সত্য, শুভ, সাধু, বিদ্ধান, জ্ঞানী।
বর্তমানে ব্যবহৃত অর্থ — নির্বোধ, বুদ্ধিহীন।
প্রক্রিয়া — অর্থ অবনতি ঘটেছে।
ব্যবহারের ক্ষেত্র — সমাজ ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত।

(১৮) ভদ্র

আভিধানিক অর্থ — শিষ্ট, মার্জিতরুচি, সভ্য, সাধু, উচ্চ সমাজের প্রতিনিধি।

পরিবর্তিত অর্থ — সুবিধাবাদী, যে অন্যায়ের প্রতিবাদ করে না; নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য যে সকলের সাথে সুসম্পর্ক রাখে।

প্রক্রিয়া — এখানেও সদর্থক শব্দ অনেকখানি মন্দার্থক হয়ে উঠেছে এবং অর্থের সংকোচন ঘটেছে।

ব্যবহারের ক্ষেত্র — সংস্কৃতি ও সমাজ।

(১৯) উন্নয়নশীল

আভিধানিক অর্থ — উন্নতি সাধন হচ্ছে এমন।

পরিবর্তিত অর্থ — 'অনুন্নত' বোঝাতে এটি ব্যবহৃত হচ্ছে।

অ.প. প্রক্রিয়া — মূলত সুভাষণের মাধ্যমে এখানে অর্থ পরিবর্তন ঘটেছে।

ব্যবহারের ক্ষেত্র — জাতীয় ও আন্তর্জাতিক।

(২০) সংখ্যালঘু

শাব্দিক/আভিধানিক অর্থ — যা সংখ্যায় ছোট বা অল্প।

পরিবর্তিত অর্থ — কোনো একটি ক্ষুদ্র বিশেষ জাতি বা গোষ্ঠীকে নির্দেশ করে।

অ.প. প্রক্রিয়া — অর্থ সংক্রমণ ঘটেছে। অর্থাৎ মূল অর্থের সাথে পরিবর্তিত অর্থের একেবারে কোনো সাদৃশ্য নেই।

ব্যবহারের ক্ষেত্র — রাজনৈতিক ও বিদ্যায়তনিক।

(২১) শুভবুদ্ধি

আভিধানিক অর্থ — কল্যাণকর বোধ, পরামর্শ বা যুক্তি।
বর্তমান অর্থ — রাজনীতিবিদদের কিংবা সরকারি উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কল্যাণকর বোধ বা জাগরণকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।
অ.প. প্রক্রিয়া — এখানে অর্থ সংকোচন ঘটেছে।
ব্যবহারের ক্ষেত্র — রাজনৈতিক।

(২২) খুদেবার্তা

শাব্দিক অর্থ — ক্ষুদ্র বার্তা বা সংবাদ।
বর্তমান অর্থ — 'খুদেবার্তা' শব্দটি মূলত ইংরেজি 'message' শব্দের অনুবাদকৃত শব্দ। মূলত খুব কম শব্দের মাধ্যমে কোনো সংবাদ যখন মুঠোফোন (mobile) বা ইন্টারনেটের দ্বারা কাউকে পৌছানো হয় তখন তাকে খুদেবার্তা বলে।
অ.প. প্রক্রিয়া — 'খুদেবার্তা' শব্দটি অর্থ সংকোচন ঘটেছে। অতি সম্প্রতি আমাদের বাংলা শব্দভাণ্ডারে যুক্ত হয়েছে।
ব্যবহারের ক্ষেত্র — শুরুর দিকে খুদেবার্তা তরুন সমাজে খুব বেশি জনপ্রিয় ছিল, বর্তমানে এটি অন্যান্য বয়সীদেরও প্রয়োজনীয় একটি মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। মূলত কম সময়ে কোনো তথ্য আদান প্রদানে এটি খুব কার্যকর পন্থা।

(২৩) মুঠোফোন

শাব্দিক অর্থ — হাতের তালুতে যে ফোন ব্যবহৃত হয়।

বর্তমান অর্থ — ইংরেজি "mobile" শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হল 'মুঠোফোন'। হাতের মুঠোয় ব্যবহারযোগ্য ফোনের মাধ্যমে যে কোনো স্থানে যে কারো সাথে যোগাযোগ করা যায় বলে একে মুঠোফোন বলা হয়।

অ.প. প্রক্রিয়া — মূলত শব্দটি সরাসরি ইংরেজি শব্দের প্রতিশব্দ। অর্থের সংকোচন ঘটেছে।

ব্যবহারের ক্ষেত্র — সংবাদপত্র, এফএম রেডিও এবং দৈনন্দিন জীবন।

(২৪) কথাবন্ধু

শাব্দিক অর্থ — যে মানুষ সুন্দর কথা বলে।

বর্তমান অর্থ — ইংরেজি শব্দ radio joky বা এফএম রেডিওতে যারা অনুষ্ঠান করে কিংবা তাদের কথার মাধ্যমে শ্রোতাদের সাথে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখে তাদেরকে কথাবন্ধু বলে।

প্রক্রিয়া — আমাদের বাংলা ভাষায় এ ধরনের শব্দ মৌলিক না হলেও অনেক বেশি কার্যকর। কারণ ইংরেজিকে সরাসরি আত্মীকরণ করা থেকে এই শব্দগুলো আমাদেরকে বিরত রাখে।

ব্যবহারের ক্ষেত্র — এফএম রেডিও।

(২৫) নিভৃতচারী

শাব্দিক অর্থ — অন্তরালে থাকে যে।

পরিবর্তিত অর্থ — যিনি নিজ কর্মগুণে বিশিষ্ট ব্যক্তি হওয়ার সত্ত্বেও অনেকটা

স্বপ্রণোদিত হয়ে সকলের আড়ালে থাকতে চান।

প্রক্রিয়া — অর্থ উন্নতি।

ব্যবহারের ক্ষেত্র — সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রচার মাধ্যম।

(২৬) প্রচাররযুদ্ধ

শাব্দিক অর্থ — প্রচারের যুদ্ধ।

পরিবর্তিত অর্থ — সাম্প্রতিক সময়ে নির্বাচনী প্রচারণায় দুপক্ষের নির্বাচনে ভোট

চাওয়া এবং ভোটারদের সাথে প্রার্থীদের যে আন্তঃসম্পর্ক তৈরি তাকেই প্রচারযুদ্ধ বলা হচ্ছে। কারণ এখানে একই পদে তিন থেকে চারজন প্রার্থী থাকে, যখন তারা প্রচারণায় অবতীর্ণ হয় তখন সেটা অনেকটা যুদ্ধে রূপ নেয়।

প্রক্রিয়া — এটা অনেকটা অর্থ অবনতি বলা যায়।

ব্যবহারের ক্ষেত্র — রাজনীতি ও প্রচার মাধ্যম।

(২৭) স্বজনপ্রীতি

শাব্দিক অর্থ — আত্মীয় বা প্রিয়জনদের প্রতি অনুরাগ।

পরিবর্তিত অর্থ — রাজনৈতিক ও আমলা তান্ত্রিক ক্ষমতা ব্যবহার করে কোনো

আত্মীয় বা পরিচিতদের জন্য সুবিধা দেয়া যা মূলত অনেকটা অনৈতিক এবং ক্ষমতার অপব্যবহার বটে।

প্রক্রিয়া — একে সুভাষণও বলা যায়, আবার অর্থ অবনতিও বলা যায়।
ব্যবহারের ক্ষেত্র — রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক।

(২৮) মূলধারা

শাব্দিক অর্থ — প্রথম বা মৌলিক ধারা।
পরিবর্তিত অর্থ — একটি দেশের জাতিসত্ত্বার প্রধান ধারাকে নির্দেশ করতে অথবা রাজনৈতিক দলের প্রধান অংশ বা আদর্শকে বুঝাতে ব্যবহৃত হয়।
অ.প. প্রক্রিয়া — অর্থ উন্নতি ঘটেছে।
ব্যবহারের ক্ষেত্র — রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক।

(২৯) সংস্কার

আভিধানিক অর্থ — ত্রুটি বা অপূর্ণতার সংশোধন।
পরিবর্তিত অর্থ — কোনো প্রতিষ্ঠান বা দলের ভেতরে পরিবর্তন অর্থে ব্যবহৃত হয়।
অ.প. প্রক্রিয়া — অনেকটা সুভাষনের ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থ পরিবর্তিত হয়েছে।
ব্যবহারের ক্ষেত্র — রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক।

(৩০) গুরু

আভিধানিক অর্থ — শিক্ষক, মাননীয় ব্যক্তি, ওস্তাদ, মহান, শ্রদ্ধেয়।
পরিবর্তিত অর্থ — কোনো সন্ত্রাসী দলের প্রধানকে তার অধীনস্থরা 'গুরু' বলে সম্বোধন করে। আবার কোনো গডফাদারকেও 'গুরু' বা

ওস্তাদ হিসেবে অনেকে আখ্যায়িত করে।

অ.প.প্রক্রিয়া — অর্থাৎ মূল অর্থের অবনতি ঘটেছে এখানে। কারণ এখানে গুরু অর্থ শ্রদ্ধেয় হলেও পরিবর্তিত অর্থে তার অনুপস্থিতি লক্ষ করা যাচ্ছে।

ব্যবহারের ক্ষেত্র — সামাজিক ও পেশাভিত্তিক।

(৩১) **অনুরণন**

আভিধানিক অর্থ — প্রতিধ্বনি; অন্য ধ্বনির প্রভাবে ধ্বনিত হওয়া।

পরিবর্তিত অর্থ — কোনো অনুভূতির ছোঁয়া (সুখানুভূতি বা দুঃখের অনুভূতি)

অ.প.প্রক্রিয়া — অর্থ সংক্রমণ ঘটেছে।

ব্যবহারের ক্ষেত্র — সাহিত্য।

(৩২) **পথশিশু**

শাব্দিক অর্থ — পথে বাস করা শিশু।

পরিবর্তিত অর্থ — বাস্তুহীন, যাদের মাথার উপর ছাদ নেই।

প্রক্রিয়া — সুভাষণ প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে।

ব্যবহারের ক্ষেত্র — সংবাদ মাধ্যম।

(৩৩) **যৌনকর্মী**

আভিধানিক অর্থ — অর্থের বিনিময়ে দেহ বিক্রি করে এমন নারী। বেশ্যা, বারবনিতা।

পরিবর্তিত অর্থ — 'পতিতা' শব্দের সমার্থক শব্দ হিসেবে 'যৌনকর্মী' ব্যবহার করা হয়। মূলত পূর্বের অর্থের প্রতিফলনই ঘটেছে। তবে বর্তমানে

পতিতার পরিবর্তে যৌনকর্মী শব্দটিই বেশি ব্যবহৃত হয়।

অ.প.প্রক্রিয়া — সুভাষণের মাধ্যমে শব্দ পরিবর্তিত হয়েছে। অর্থ উন্নতিও ঘটেছে বলা যায়।

ব্যবহারের ক্ষেত্র — সংবাদ মাধ্যম।

(৩৪) দুর্গ

আভিধানিক অর্থ — পরিখা বা প্রাচীরবেষ্টিত সংরক্ষিত সেনানিবাস; রাজপ্রাসাদও সেনানিবাস; শত্রুসৈন্যের প্রবেশ দুঃসাধ্য এমন স্থান।

পরিবর্তিত অর্থ — কোন মাধ্যম বা প্রতিষ্ঠানের শক্তিশালী অবস্থান বোঝাতে।

অ.প.প্রক্রিয়া — অর্থ সংক্রমণ ঘটেছে।

ব্যবহারের ক্ষেত্র — সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্র।

(৩৫) ভ্রাম্যমাণ

আভিধানিক অর্থ — ঘুরানো হচ্ছে এমন; ভ্রমণ করানো; ঘূর্ণ্যমান। ভ্রমণশীল; ঘুরে বেড়ায় এমন; পথিক।

পরিবর্তিত অর্থ — স্বল্প সময়ের জন্য কোনো অস্থায়ী বিষয় বা স্থাপনা।

অ.প.প্রক্রিয়া — অর্থ সংক্রমণ ঘটেছে।

ব্যবহারের ক্ষেত্র — সামাজিক ও প্রশাসনিক।

সমকালীন বাংলা শব্দের অর্থ পরিবর্তনের কারণ

সাম্প্রতিক (প্রবন্ধে উল্লিখিত) সময়ে বাংলা শব্দের অর্থ পরিবর্তন নানাবিধ কারণে ঘটছে। দৈনন্দিন জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক, প্রচার মাধ্যম এবং পেশাগত কারণে বিভিন্ন সময়ে শব্দগুলো পরিবর্তিত অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। 'রাজনীতিবিদ' শব্দটি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এর আভিধানিক অর্থ

'রাজনীতি বিশেষজ্ঞ। পরবর্তীতে এর অর্থের কিছুটা অবনতি হয়। কারণ শব্দটির অর্থ তখন 'রাজনীতি বিশেষজ্ঞ' অর্থে ব্যবহারের পরিবর্তে 'পেশাদার রাজনীতি' হিসেবে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। রাজনীতিতে কেবল পেশা হিসেবে নেয়ার একটা প্রবণতা দেখা দেয় বলে এটা ঘটেছে। কিন্তু বর্তমানে এ শব্দটির অর্থ আরও অবনতি ঘটেছে। কারণ এখন রাজনীতিবিদ আর অসৎ কিংবা নীতিহীন ব্যক্তি যেন সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এর ফলশ্রুতিতে পরবর্তিত অর্থ হিসেবে অসৎ বা নীতিহীন ব্যক্তি নির্দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে। গণমাধ্যম (বিশেষত সংবাদপত্র ও এফএম রেডিও) এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। কারণ সংবাদপত্র ও এফএম রেডিওর কল্যাণে আমরা আমাদের শব্দভাণ্ডারে 'খুদেবার্তা', 'মুঠোফোন' এবং 'কথাবন্ধু' শব্দগুলো পেয়েছি। আর এ শব্দগুলো যথাক্রমে message, mobile phone, radio joky-প্রভৃতি ইংরেজি শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ শব্দগুলো মূলত আমাদেরকে ইংরেজি শব্দের ব্যবহার থেকে বিরত রাখতে ভূমিকা রাখছে। অন্যদিকে অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাকিভাবে 'মন্দা' শব্দটির অর্থ খুব বেশি পরিবর্তন না হলেও এর ব্যবহার অনেক বেড়ে গেছে। আর এর কারণ হলো পুরো বিশ্ব জুড়েই অর্থনৈতিক মন্দার আবির্ভাব। সামাজিকভাবে 'মানবন্ধন' শব্দটি পরিবর্তিত অর্থে অনেক বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। এ শব্দটি মূলত অনেক মানুষের কোনো বিষয় ঐকমত্য প্রকাশে সমবেত হওয়াকে নির্দেশ করে। আর এটির কারণ হলো মানুষ যখন এককভাবে কোনো বিষয় প্রতিবাদ করে কোনো প্রতিকার না পায় তখনই 'মানবন্ধন' এর মত বিষয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। আর একারণে শব্দটির শাব্দিক অর্থ বদলে এই নতুন অর্থ চারন করেছে। এছাড়া 'শৈত্যপ্রবাহ' শব্দটি আবহাওয়া ও জলবায়ু সংক্রান্ত কারণে পরিবর্তিত অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। 'ভ্রাম্যমাণ' শব্দটিও সামাজিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পূর্বের তুলনায় বর্তমানে নতুন অর্থে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে।

উপসংহার

পৃথিবীতে প্রায় প্রতিটি ভাষাই বৈচিত্র্যময় শব্দভান্ডারে সমৃদ্ধ থাকে। আর ভাষার অর্থের নিয়ত পরিবর্তনই সেই বৈচিত্র্যের কারণ। একটি ভাষায় শব্দের অর্থ পরিবর্তন তাই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রপঞ্চ। আর শব্দের অর্থ পরিবর্তন কোনো নিয়মসিদ্ধ বিষয় নয় বরং এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। শব্দের অর্থ পরিবর্তন মূলত কোনো সুনির্দিষ্ট কারণে ঘটে না, বরং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হয়। শব্দের এ অর্থ পরিবর্তন বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে

বাংলা ভাষাতেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা প্রয়োজনে শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হয়েছে। কখনো রাজনৈতিক কিংবা কখনো প্রশাসনিক, আবার কোনো সময় সাহিত্যে বা সুধী সমাজের আলোচনার নিমিত্তেও বিভিন্ন সময়ে শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

আজাদ, হুমায়ুন। ২০০২। তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান। আগামী প্রকাশনী।

আজাদ, হুমায়ুন। ১৯৯৯। অর্থবিজ্ঞান। আগামী প্রকাশনী।

নাথ, মৃণাল। ১৯৯৯। ভাষা ও সমাজ। কোলকাতা: নয়া উদ্যোগ।

মোরশেদ, আবুল কালাম। ২০০২। আধুনিক ভাষাতত্ত্ব। মাওলা ব্রাদার্স।

শ', রামেশ্বর। ১৯৯৮। সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা। কলিকাতা: পুস্তক বিপণী।

শরীফ, আহমদ ও অন্যান্য। ১৯৯২, ২০০২। বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান। বাংলা একাডেমী।

সেন, সুকুমার। ১৯৩২, ১৯৯৩। ভাষার ইতিবৃত। কোলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

হক, মহাম্মদ দানীউল। ২০০২। ভাষাবিজ্ঞানের কথা। মাওলা ব্রাদার্স।

প্রথম আলো। বাংলা দৈনিক পত্রিকা। ঢাকা।

Henning, Jeffrey. 1995. Model Languages (The newsletters discussing newly imagined words for newly imagined worlds). Volume-1.

Lehman P. Winfird. 1992. Historical Linguistics: an introduction. Routledge.